দর্শনার পরানপুর- লোকনাথপুর সড়কে গাছ ফেলে ভ্যান ছিনতাই

দর্শনা পরানপুর লোকনাথপুর সড়কে ছিনতায়ের ঘটনা ঘটেছে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে লোকরাথপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে দুইজন মহিলা ভ্যানযোগে পরানপুর গ্রামের দিকে আসছিল।

এসময় লোকনাথপুর পরানপুর সড়কের ধাপড়ী মাঠের বাশঁঝাড়ের নিকট সড়কে বাঁশ কেটে ও গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে। ভ্যানে থাকা দুই মহিলার নিকট থেকে একটি সোনার চেইন ও কানের দুল ও কিছু নগদ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। তবে ভুক্তভোগীদের কারো সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি। জৈনক এক মোটর সাইকেল আরোহী ঐ সড়কে আসার সময় তাদের সাথে দেখা হয়। তিনিই এ ঘনাটি জানান সাংবাদিকদের কাছে। তবে তিনি কারো নাম ঠিকানা বলতে পারেনি। এ বিষয় দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর এর নিকট জানতে চাইলে ঘটনা জানেনা বলে জানান। ঘটনাটি শুনার পর সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে ঘটনা স্থলে গিয়ে সড়কের পাশে বাঁশ ফেলে রাখতে দেখেন। এসময় দামুড়হুদা থানার অফিসার্স ইনচার্জ হুমায়ন কবির ও দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌঁছে কাউকে পাননি বলে জানা গেছে।

তবে এ ঘটনায় ভ্যান চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে গেছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মাকর্তা জানান ঘটনাটি দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকা বলে জানান, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর।

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের অভিযোগ

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকালসোমবার রাতে উপজেলার রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কে এ ছিনতাই হয়।

ভুক্তভোগী মেহের মালিতা বলেন, আমার ছেলের ছেলে মিনহাজ (৩) কে নিয়ে যশোর গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখাতে। এ সময় আমার সঙ্গে ছিল ছেলের বউ তামান্না খাতুন, বেয়াই ফারুক হোসেন। আর আমাদেরকে এগিয়ে নিতে কোটচাঁদপুর গিয়েছিল আমার ভাই মোগরব মালিতা, ভায়েরা মিঠু মালিতা, ভ্যানচালক রেজাউল ইসলাম ও হাসান আলী। এ ছাড়া ছিলেন আমাদের গ্রামের হায়দার মিস্ত্রি।

তিনি আরও বলেন, তখন রাত ১১টা ৫০ মিনিট। কোটচাঁদপুর থেকে আমরা রওনা দিই। পথিমধ্যে রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কের চামতলা মাঠে পৌঁছালে সড়কের উপর গাছ পড়ে থাকতে দেখি। এ সময় গাড়ির গতি রোধ করতেই বাগানের মধ্য থেকে ৫/৬ জন দা হাতে বেরিয়ে আসে। এরপর বউমা আর নাতি ছেলেকে ছাড়া আমাদের সবাইকে বেঁধে রেখে নগদ ১৫ হাজার টাকা, দুটি কানের দুল ছিনিয়ে নেয়।

পরে অপেক্ষা করে পথচারী আসার। কিছুক্ষণ পরে বলরামপুরের সেলিম রেজা ও সুমন নামের দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের কাছ থেকেও টাকা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা ভয়ে থানায় কোনো অভিযোগ করিনি। তবে জানতে পেরেছি ঘটনাটি নিয়ে সেলিম রেজা থানায় অভিযোগ করেছেন।

সেলিম রেজা বলেন, ওই সময় ব্যবসার কাজ শেষ করে মোটরসাইকেলযোগে কোটচাঁদপুর শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। পথিমধ্যে আমাকে আটকে রেখে নগদ ৫০ হাজার ৩শ’ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ বিষয়ে আমি থানায় অভিযোগ করেছি।

এ ব্যাপারে সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমার জানা নেই। আর ওই এলাকা আমার দায়িত্বভুক্ত নয়। আমি গেল রাতে কুশকুড়ি মাঠে ডিউটিতে ছিলাম।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ঘটনাটি আমি জেনেছি। এ ঘটনায় সেলিম নামের একজন থানায় অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, এটি কোনো ছিনতাই বা ডাকাতির ঘটনা নয়, একে দস্যুতা বলা যায়। আর এর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।

মেহেরপুরে চালককে ছুরিকাঘাত করে ইজিবাইক ছিনতাই

মেহেরপুর সদর উপজেলার আলমপুর এলাকায় ছিনতাইকারীদের হামলায় মোঃ শিপন নামের এক ইজিবাইক চালক গুরুতর আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিপন আলী শহরের নতুন পাড়ার বাসিন্দা মোঃ আবুল হাশেমের ছেলে।

জানা যায়, ভোরে মেহেরপুর বি এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে চারজন ব্যক্তি যাত্রী সেজে গাংনী যাওয়ার কথা বলে ২৫০ টাকার ভাড়ায় একটি ইজিবাইক ভাড়া নেন। ইজিবাইকটি আলমপুর ধোসার পাড়ার মাঝামাঝি পৌঁছালে হঠাৎ তারা চালক শিপনের উপর হামলা চালিয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে। এরপর রাস্তার পাশে তাকে ফেলে দিয়ে ইজিবাইকটি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

পরে ফজরের নামাজ শেষে স্থানীয় কয়েকজন মুসল্লি বাড়ি ফেরার পথে রক্তাক্ত অবস্থায় শিপনকে দেখতে পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

দর্শনায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় ২০ ঘণ্টার মাথায় প্রধান আসামিসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠের মধ্যে সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

ছিনতাইয়ের ২০ ঘণ্টার মধ্যে ৩ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গত রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠের মধ্যে সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে ছিনতাইকারীরা নববধূসহ ২ জনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোমবার দুপুর ২টার দিকে ৩ জনকে গ্রেফতার করে। ছিনতাইয়ের ২০ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ প্রধান আসামিসহ তাদের আটক করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন ওসমানপুর বেঁদেপোতা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে আব্দুস সালাম (৫২), কুড়ালগাছি ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে মাওলা বক্স (৪৬), পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে শাহাবুদ্দিন বদই (৪৫)।

পুলিশ জানায়, ছিনতাইয়ের প্রধান আসামি আব্দুস সালামকে ধরতে গিয়ে তিনি পানির মধ্যে লুকিয়ে যান। পুলিশ কাদায় নেমে তাকে গ্রেফতার করে।

আহতরা হলেন কুড়ালগাছি ইউনিয়নের নতুন গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে সাগর (২৪), দর্শনা শ্যাম্পুর গ্রামের মজিবর রহমানের মেয়ে ও সাগরের স্ত্রী শাফিয়া খাতুন (১৮)।

আহত সাগর জানান, “আমি দর্শনা শ্যাম্পুর গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে আমার বাড়ি ফিরছিলাম। সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে পৌঁছালে ৪ জন ছিনতাইকারী রাস্তার ওপর বাঁশ ফেলে আমাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে এবং সেটি ভাঙচুর করে।

এরপর ছিনতাইকারীরা আমার পালসার মোটরসাইকেলের চাবি কেড়ে নিতে চায়। আমি তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করি। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আরেকটি মোটরসাইকেল আসছিল। তখন আমি কিছুটা সাহস পেয়ে চিৎকার করে ‘বাঁচাও, বাঁচাও’ বলতে থাকি। ছিনতাইকারীরা আমাকে বাম হাতে ও ডান কাঁধে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। আমার স্ত্রীকেও মারধর করে এবং তার কাছ থেকে স্বর্ণের আংটি, চুড়ি, চেইনসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার গহনা

ও আমার কাছে থাকা ৪৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।”

এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেল আরোহী তার গ্রামে ফিরে গিয়ে ঘটনাটি জানায়। খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন ছুটে আসলে ছিনতাইকারীরা তাদের ব্যবহৃত একটি বাজাজ মোটরসাইকেল (নং- ঝিনাইদহ-হ ১১-০১৭৮) ফেলে পালিয়ে যায়।

পুলিশ সেই মোটরসাইকেলের সূত্র ধরে তদন্তে নামে এবং তিনজন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আমি (সাগর) ছিনতাইকারী ২ জনকে চিনতে পারি এবং পরে পুলিশকে জানাই।

ঘটনার পর দর্শনা থানার অফিসার মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং ছিনতাইকারীদের ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “আমরা ছিনতাইকারীদের মধ্যে ৩ জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি।”

এ ঘটনায় সাগর বাদী হয়ে ৩ জনের বিরুদ্ধে ছিনতাই মামলা দায়ের করেছেন।

মেহেরপুরে যাত্রীর বেশে ব্যাটারি চালিত ভ্যান ছিনতাই

মেহেরপুরে যাত্রী বেশে চঞ্চল মিস্ত্রি (৪০) নামক এক চালকের কাছ থেকে ব্যাটারি চালিত ভ্যান ছিনতাই করে নিয়ে গেছে কয়েক জন দূর্বৃত্তরা।

আজ শনিবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে আমঝুপি-ইসলাম নগর রোডে ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটেছে। চঞ্চল মিস্ত্রি আমঝুপি উত্তর পাড়ার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

জানা গেছে, দিনমুজুর চঞ্চল সারাদিন রাজ মিস্তিরি কাজ করে নিয়মিত

সন্ধ্যায় সুমনের ভ্যান ভাড়া নিয়ে চালায়। আজ শনিবার চারজন দুর্বৃত্ত যাত্রী বেশে চঞ্চলের ভ্যানে ওঠে। পথিমধ্যে ফাঁকা জায়গায় চঞ্চল মিস্ত্রীকে মারধর করে একটি গাছের সাথে তাকে বেঁধে রেখে দুর্বৃত্তরা ভ্যান নিয়ে চম্পট দেয়। পরিবারের একটু সুখের জন্য সারাদিন দিনমজুরের কাজ করার পর রাতে ভ্যান চালানো চঞ্চল এখন ভাড়ায় চালানো ভ্যানের ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেবে এটা ভেবেই দিশেহারা।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে ভুক্তভোগীরা থানাতে কোন অভিযোগ করেনি।

মেহেরপুরের চাঁদবিলে শিশুর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই

মেহেরপুর সদর উপজেলা চাঁদবিল গ্রামে এক শিশুর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটলেও এখনে পর্যন্ত চেইনটি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

ঘটনার সময় চাঁদবিল গ্রামের শফিকুল ইসলামের মেয়ে সামুরা বাড়ির পাশে ফুফুর বাড়ি যাচ্ছিল। এসময় তারা সড়কের পাশে দাড়িয়ে ছিলো। এ সময় মোটরসাইকেল যোগে এক যুবক তাদের কাছে গিয়ে সামুরাকে বলে মা তোমার বয়সের আমার এক মেয়ে আছে। তার জন্য চেন বানাবো, তোমার চেনটা একটু দেখি। এই বলে গলা থেকে চেনটি নিয়ে দ্রুত মোটরসাইকেল যোগে পালিয়ে যায়।

পরে সামুরার চিৎকারে স্থানীয়রা তাকে ধাওয়া করলেও মুহুর্তের মধ্যে সে পালিয়ে যায়। স্থানীয় কয়েকটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে ছিনতাইকারী দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় জিডি করা হয়েছে।

ইজিবাইক ছিনতাই করতেই চালককে হত্যা, তিনজন গ্রেফতার

ইজিবাইক ছিনতাই করতেই হত্যা করা হয় মেহেরপুরের শোলমারী গ্রামের আব্দুর রহমানকে। আর ঘটনাটা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা ও মিশন শেষে নিরাপদে চলে যেতে পারায় আবাসিক হোটেলটিকে বেছে নেই ছিনতাইকারীরা।

ইজিবাইক চালক আব্দুর রহমান লাশ উদ্ধারের ১২ ঘন্টার মধ্যেই দুই ঘাতককে গ্রেফতার ও ইজিবাইক উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় সাংবাদিকদের সাথে প্রেসব্রিফ করে এসব কথা বলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন। গ্রেফতারকৃতরা হলো, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার দুদরাজপুর গ্রামের দিনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখ ও মেহেরপুর শহরের আবাসিক হোটেল এজাজ প্লাজার মালিক ঝন্টু মিয়া।

এসময় মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম, মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও পুলিশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আজমল হোসেন আরও বলেন, গত শুক্রবার ইজিবাইকসহ আব্দুর রহমান নিখোঁজ হওয়ার পর তার পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের স্বরণাপন্ন হয়েছিল। পুলিশের কয়েকটি টিম তখন থেকেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘটনার মোটিভ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছিল। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সাইবারক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ও সদর থানা পুলিশ এক সাথে এই বিষয়ে কাজ করছিল।

এএসপি আজমল হোসেন বলেন, ইজিবাইক, পাখি ভ্যান বা অন্যান্য যানবাহন ছিনতাইয়ের এটি একটি বিরাট চক্র। বিভাগীয় এই চক্রের সাথে এলাকার কিছু ছিনতাইকারি জড়িত। মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে নাহিদ হোসেন এই ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য। তাকে দিয়েই মোবাইল ফোনে ডেকে নেওয়া হয়েছে আব্দুর রহমানকে। চুয়াডাঙ্গাতে ভাড়ায় যাওয়ার নাম করে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নেয় নাহিদ।

এএসপি আজমল হোসেন বলেন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করেই এই

হত্যাকান্ডের মোটিভ উদঘাটন করা হয়েছে। হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত বাকী আসামিদেরও অল্পদিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হবে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, গত রবিবার বিকালে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় এজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান (৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এর আগে গত শুক্রবার (৯ জুন) সে বাড়ি থেকে ইজিবাইকসহ বের হন। তার পর আর ফিরে আসেনি। তার মোবাইল ফোনটিও বন্ধ ছিল। তাকে পরিবারের লোকজন সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুজি অব্যাহত রেখেছিল।

মেহেরপুর বড়বাজারে দিনদুপুরে ছিনতাই করার সময় গণধোলাইয়ের শিকার মাদকাসক্ত

মেহেরপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে বড় বাজারের বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ী মিরাজুল হক লিটনকে তার দোকানের সামনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমন করে বাবলু নামের এক দূর্বৃত্ত। এ সময় উপস্থিত জনতা ও ব্যবসায়ীরা বাবলুকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

সোমবার দুপুর ৩ টার সময় এ ঘটনা ঘটে। হামলার শিকার মিরাজুল হক লিটন (৪৭) মৃত সামাদের ছেলে এবং মুখার্জিপাড়ার মৃত মোয়াজ্জেম হোসেনের জামাই। আক্রমণকারী বাবলু বাবুল থানা রোড নিবাসী আব্দুর রবের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকাল ৩টার দিকে বড় বাজারের বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ী লিটনকে তার দোকানের সামনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে লিটনের উপরে হামলা চালায় মাদকাসক্ত বাবলু। এ সময় উপস্থিত জনগন বাবলুকে ধরে গণধোলাই দেয় এবং পুলিশকে জানায়। পুলিশ এসে গণধোলাইয়ের শিকার বাবলুকে হেফাজতে নেয়।

ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন দুই ভ্যান চালক

ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন দুই ভ্যান চালক আতিযার রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিকী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ও বুধবার রাতে কোটচাঁদপুরের পল্লীর ঘাঘা- জালালপুর সড়কে।

ভুক্তভোগী আবু বক্কর সিদ্দিক জানান,বুধবার রাত ৮ টার সময় অপরিচিত কয়েক জন ভ্যান ভাড়া করে ঘাঘা আশ্রমে যাবার জন্য। এরপর তাদের কথা মত ঘাঘা আশ্রমে পৌছায়। এরপর বলেন ঘাঘার দাস পাড়ার পাশে আমার আরো দুই জন মানুষ আসবে। তাদেরকে আনতে হবে চল। আমি আবার ভ্যান নিয়ে ঘাঘা দাস পাড়ার রাস্তায় যায়। কিছুদুর যাবার পর তারা আমার ভ্যানের চাবি কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের সঙ্গে চাবি কাড়িকাড়ি ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে তারা আমার হাত পা বেধে ভ্যানটি নিয়ে চলে যান তারা। এরপর আমি হাটতে হাটতে ঘাঘা আশ্রমে ফিরে আসি। ওই সময় তালসার পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ওখানে ছিলেন। আমি ওনাকে বিষয়টি জানায়। তবে থানায় কোন অভিযোগ বা জিডি করা হয়নি। আবু বক্কর সিদ্দিক ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মাধপপুর গ্রামের বাসিন্দা। সে পেশায় ছিলেন ভ্যান চালক।

অন্যদিকে একইভাবে ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন কোটচাঁদপুর উপজেলার সারুটিয়া গ্রামের আতিয়ার রহমান।

মঙ্গলবার রাতে যাত্রী সেজে ভ্যান ভাড়া করে নিয়ে যায়। এরপর ঘাঘা দাসপাড়ার মাঠের রাস্তার নিয়ে গিয়ে চোখ মুখ বেধে ভ্যান ছিনিয়ে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা।

এদিকে একইস্থানে দুই দিনে দুইটি ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায় ছিনতাই আতংক বিরাজ করছে ভ্যান চালকদের মধ্যে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক মাসুদুর রহমান জানান, মঙ্গলবারের ঘটনায় থানায় একটা অভিযোগ হয়েছে। তবে বুধবারের ঘটনায় কোন অভিযোগ কেউ করেনি। এছাড়া ঘটনাটি আমার জানা নাই।

গাংনীর হাসপাতাল বাজার থেকে দিনে দুপুরে কলেজ ছাত্রীর মোবাইল ছিনতাই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পার্শ্বের একটি রাস্তা থেকে মোহনা খাতুন নামের এক কলেজ ছাত্রীর মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

সোমাবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ছিনাতাইকারির কবলে পড়া মোহনা খাতুন গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের মহিউদ্দিনের মেয়ে।

জানাগেছে, কলেজ ছাত্রী মোহনা ও তার এক চাচাত বোনকে নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রে পার্শ্বের একটি রাস্তা দিয়ে হাটিছিলেন। এমন সময় মোটরসাইকেলে দুই অজ্ঞাত যুবক তাদের গতিরোধ করে এবং প্রিক্যাডেট স্কুলের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে। এসময় মোহনা তাদের ঠিকানা বলতেই হাতে থাকা একটি ২৫ হাজার টাকা মুল্যের রিয়েলমি মোবাইল ফোন হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায় । মোবাইল ছিনতাইয় হয়েছে বলে মোহনা চিৎকার দিলে স্থানীয় লোকজন সেখানে ছুটে গিয়ে কারো দেখা না পেলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মোহনা। পরে স্থানীয়দের পরামর্শে তাকে গাংনী থানায় পাঠানো হলে একটি জিডি করেছে মোহনা।

মোহনা জানায়, আমি রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম। এমন সময় মোটরসাইকেলে দুই যুবক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে আপু প্রিক্যাডেট স্কুল কোথায়? আমি এর উত্তর দিতেই আমার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।এবিষয়ে থানায় একটি জিডি করেছি । তিনি আরো জানায়, আমার মোবাইলে একটি সিম কার্ড রয়েছে। সেটিও এখন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

গাংনী শাহর থেকে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা আইনশৃংখলা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলছেন পথচারীরা। স্থানীয়রা জানায় শহরের অলিতে গলিতে এখন মাদক সেবিদের দৌরাত্ন বেড়েছে।

কিশোর অপরাধ প্রবণতাও অনেক। তবে প্রশাসনিক তৎপরতা ও অপরাধীদের দ্রত সনাত্বের দাবী জানিয়েছেন তারা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক কে মোবাইল ফোন দেয়া হলে তিনি রিসিভ করেননি। ডিউটি অফিসার নুরুন নবী জানায়, আমাদের কাছে ওই ভুক্তভোগী এসেছিল। আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি এবং মোবাইল উদ্ধারের চেষ্টা করছি।